লকডাউন পর্বে বিদ্যার্থীদের জন্যে পাঠ-সহায়ক

ড. মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ , আসানসোল গার্লস কলেজ

বিষয়

দ্বিতীয় পুলকেশীর বিশেষ উল্লেখসহ বাতাপির চালুক্যদের রাজনৈতিক ইতিহাস

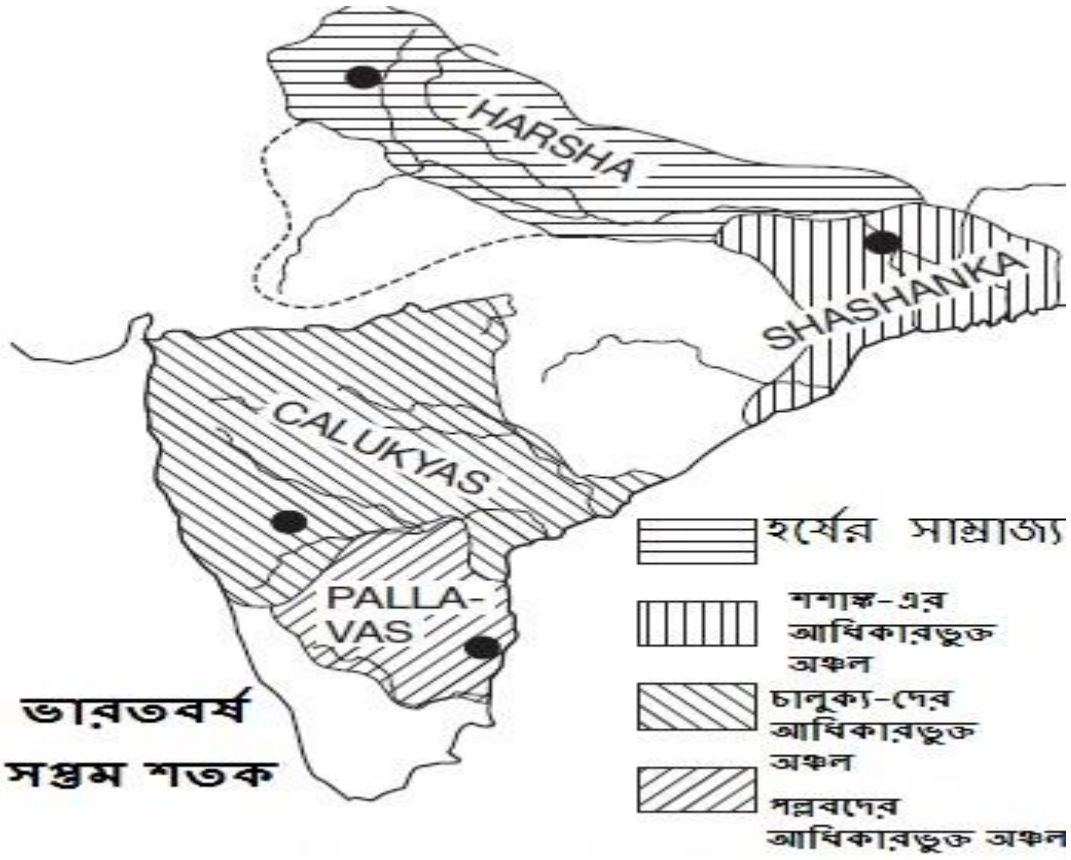

এই বংশের উৎপত্তির কথা বহু অতিকথায় আবৃত।দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে চালুক্যবংশীয় রাজারা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। চালুক্যবংশের বহু শাখার মধ্যে বাতাপি, বেঙ্গী ও কল্যাণ এই তিন শাখাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। বেঙ্গী ও কল্যাণের চালুক্যগণ নিজেদের বাতাপির শাখা বলেই দাবি করতেন। চালুক্যদের উৎপত্তির ইতিহাস অস্পষ্ট। একটি মত হল তারা বহিরাগত গুর্জরদের বংশধর, রাজপুতানা থেকে তাদের আগমন ঘটে দাক্ষিণাত্যে। অপর মত হল তারা দক্ষিণ ভারতের আদি বাসিন্দা। কৃষ্ণানদীর তীরে হিরণ্যরাষ্ট্রে বসবাসকারী চক্ক বা চালুক উপজাতি থেকে তাদের উৎপত্তি। একটি কিংবদন্তী অনুসারে চালুক্যগণ মানব্য গোত্রজাত ‘হারীতিপুত্র’ বংশীয়। অন্য এক কিংবদন্তী অনুসারে তারা মনুর বংশধর। দীনেশচন্দ্র সরকার মনে করেন চলিকি' নামে কোন ব্যক্তির নাম থেকে তার বংশধরদের ‘চলিক্য’ অভিধার উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীকালে চালুক্যরাজদের সভাপণ্ডিতগণ কোন দেবতা বা ঋষির ‘চুলুক’ বা কমণ্ডলু থেকে এই রাজবংশের আদি পুরুষের উৎপত্তি কল্পনা করেছেন। আইহোল লেখা থেকে জানা যায় যে, এই বংশীয় রাজারা পৃথ্বীবল্লভ' উপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রথম দুই প্রতিষ্ঠাতা রাজা কিন্তু চালুক্য লিপিতে 'মহারাজা' বলে উল্লিখিত হননি।

রণরাগ এর পুত্র প্রথম পুলকেশী ছিলেন এই বংশের প্রকৃত (আনুমানিক ৫৩৫-৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা। খ্রিস্টীয় ৫৪৩-৪৪ অব্দ নাগাদ বাদামিকে কেন্দ্র করে তিনি একটি দুর্ভেদ্য অবরোধ গড়ে তুলেছিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করার মাধ্যমে নিজের স্বাতন্ত্র তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৫৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তার পুত্র প্রথম কীর্তি বর্মন প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন ও বনবাসী অঞ্চলের কদম্বশক্তি, কোঙ্কন এর মৌর্য বংশ ও বস্তার এলাকার নলবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে তার শক্তি বৃদ্ধি করেন। কোঞ্চন জয়ের ফলে গোয়ার (তৎকালীন রেবতীদ্বীপ) বন্দর এলাকা চালুক্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

৫৯৭-৯৮ খ্রিস্টাব্দ, নাগাদ কীর্ত্তিবর্মনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী-র নাবালকত্বের কারণে খুল্লতাত মঙ্গলেশ (৫৯৮-৬১১ খ্রী.) রাজা হন এবং প্রতিবেশী, খান্দেশ,গুজরাট ও মালব রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি চালিয়ে যান। অনুমান করা হয় যে, মঙ্গলেশের সময় মহারাষ্ট্রের অনেকখানি অংশই চালুক্যদের অধিকারে এসেছিল সেকালে। এই সময় চালুক্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। নিজের অধিকার ফিরে পেতে দ্বিতীয় পুলকেশী মঙ্গলেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (৬০৯-১০ খ্রী.)। এই সুযোগে চালুক্য রাজ্যের চারদিকে শত্রুরা ফের মাথা চাড়া দেয় কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশী এই সংকটে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে চালুক্য বংশের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী (আনুমানিক ৬১১-৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের মত 'পৃথ্বীবল্লভ' উপাধি গ্রহণ করেন ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি নিয়েছিলেন। জৈন সাহিত্যিক রবিকীর্ত্তি রচিত আইহোল প্রশস্তি থেকে দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়ের বর্ণনা মেলে।এর থেকে জানা যায়, গৃহযুদ্ধের পরেই আপ্পায়িক ও গোবিন্দ নামে দুই সামন্ত রাজা চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করে। আপ্পায়িক -কে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত করেন ও বিভেদনীতির মাধ্যমে গোবিন্দর সঙ্গে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। রবিকীর্ত্তি বর্ণনা অনুসারে বলা যায় যে,দ্বিতীয় পুলকেশী এরপরে দক্ষিণের কানাড়া অঞ্চলের আলুপ শক্তি ও কদম্ব রাজ্যের রাজধানী বনবাসী আক্রমণ করেন। গাঙ্গ বংশের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া কোঙ্কনের মৌর্যদের পরাস্ত করে তিনি তাদের রাজধানী পুরি অধিকার করেছিলেন। পাশাপাশি উত্তরের লাট, মালব ও গুর্জর এলাকাও তিনি অধিকার করেছিলেন। ফলে চালুক্য রাজ্যের উত্তরসীমা মাহি নদীর সীমানা অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। আইহোল প্রশস্তি থেকে আরও জানা যায় দ্বিতীয় পুলকেশী উত্তরাপথ স্বামী শ্রীহর্ষের বিরুদ্ধে (কনৌজ অধিপতি) যুদ্ধে অগ্রসর হন ও ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ৬২০ খ্রী. বা ৬৩৪-৩৫ খ্রী.) নর্মদার যুদ্ধে হর্ষবর্ধন কে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। হিউয়েনসাং-এর বিবরণী থেকেও জানা যায় যে, দক্ষিণের রাজা উত্তরাপথনাথ শ্রী হর্ষ শিলাদিত্য মহারাজের আধিপত্য স্বীকার করেন নি। এর পরে পুলকেশী, তাঁর ভাই যুবরাজ বিষ্ণুবর্ধনের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করে দক্ষিণ অভিমুখী অভিযান শুরু করেন। আইহোল প্রশস্তি অনুসারে তিনি কলিঙ্গদের (সম্ভবতঃ গঞ্জাম জেলার কলিঙ্গ নগরের গঙ্গদের) ও পূর্ব দাক্ষিণাত্যের কোশল (সম্ভবতঃ দক্ষিণ কোশলের পাণ্ডুবংশীদের) পরাজিত করেছিলেন। তারপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তিনি পিষ্টপুরা দখল করেছিলেন ও কোল্লেরু হ্রদ পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। বিষ্ণু কুন্ডিন বংশীয় রাজা তৃতীয় বিক্রমেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে তিনি পিষ্টপুরার সিংহাসনে দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর ভ্রাতা কুব্জ-বিষ্ণুবর্ধনকে অধিষ্ঠিত করেন, যার থেকে বিখ্যাত পূর্ব-চালুক্য বংশের উদ্ভব হয়েছিল। এরপরেই দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লব রাজ্য আক্রমণে এগিয়েছিলেন।

পল্লব রাজধানী কাঞ্চির ১৬ মাইল উত্তরে পুল্লাল্লুর নামক স্থানে দ্বিতীয় পুলকেশী সমসাময়িক পল্লব রাজ মহেন্দ্রবর্মনের মুখোমুখি হন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন কোনক্রমে তার রাজধানী সুরক্ষিত করতে পারলেও উত্তরের বিস্তীর্ণ ভূভাগ চালুক্যদের কাছে সমর্পণ করেন। এই সময় থেকেই শতাব্দী ব্যাপী চালুক্য পল্লব সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। পল্লবদের লিপিতেও এই পরাজয়ের ইঙ্গিত আছে। এরপর দ্বিতীয় পুলকেশী কাবেরী নদী। অতিক্রম করে চোল, কেরল ও পাণ্ড্যদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন। পল্লবদের বিরুদ্ধে তিনি এই শক্তিগুলিকে নিজ পক্ষে টানতে চেয়েছিলেন।

আনুমানিক ৬২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় পুলকেশী নিজ অঞ্চলে ফিরে এসেছিলেন ও ৬৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পূর্ব-অন্ধ্র এলাকার পুরোটাই তাঁর হস্তগত হয়েছিল। কিন্তু পল্লবদের ওপর দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয় লাভ কমদিনের জন্যেই স্থায়ী হয়েছিল। শেষ অবধি তাঁদের হাতেই দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন।

চালুকাদের পরবর্তী লিপিসমূহ থেকে জানা যায় যে, দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য রাজা হয়েছিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের শাসনের প্রথম লিপি ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে উৎকীর্ণ হয় ; ফলে অন্যান্য ঘটনাবলীর থেকে নিশ্চিত হবার সুযোগ আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর প্রায় ১৩ বছর লেগেছিল বাতাপির/ বাদামির চালুক্যদের সাময়িক বিপর্যয় কাটিয়ে নিজেদের গুছিয়ে তুলতে। এই সময়ের তারিখ নিয়ে অস্বচ্ছতা থাকলেও বলা যায় যে, হিউয়েন সাং যখন ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্য রাজ্য পরিভ্রমণ করেন, তখনও দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন এবং আইহোল প্রশস্তি আনুমানিক ৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দতে উৎকীর্ণ করা হয়। সুতরাং পল্লব রাজ প্রথম নরসিংহবর্মণ দ্বারা চালুক্য রাজ্য আক্রমণ ও বাদামি/বাতাপি অধিকার-এর ঘটনা ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের পরেই কোন এক সময় ঘটে। এটা অনস্বীকার্য, যে চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে দ্বিতীয় পুলকেশীকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বাদামির (বাতাপি) চালুক্যবংশ

প্রথম পুলকেশী

প্রথম কীর্তিবর্মন

মঙ্গলেশ

দ্বিতীয় পুলকেশী

প্রথম বিক্রমাদিত্য

বিনয়াদিত্য

বিজয়াদিত্য

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন

আনুমানিক ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের কয়রা ও বাগুমুরা লিপিদ্বয় থেকে জানা যায় যে, প্রথম বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আগমনকাল চালুক্যদের পক্ষে সংকটময় ছিল। মাতামহ গাঙ্গরাজের সহায়তায় বদামি শত্রুমুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর অন্য পুত্ররা সাহায্যের হাত সম্ভবত বাড়ান নি। হায়দ্রাবাদ লেখ ও গাদওয়াল লেখ থেকে জানা যায় যে, প্রথম বিক্রমাদিত্য একেএকে তিনজন পল্লবরাজা প্রথম নরসিংহবর্মণ, দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ ও প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপাধি গ্রহণ করেন, যেমন সত্যাশ্রয়, রণরসিক, পৃথীবল্লভ ইত্যাদি।

আনুমানিক ৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ প্রথম পরমেশ্বরবর্মণকে পরাস্ত করে প্রথম বিক্রমাদিত্য কাঞ্চিপুরম আক্রমণ ও অধিকার করেছিলেন। এই অভিযানে গাঙ্গরাজ ভূবিক্রম ও পাণ্ড্যরাজ প্রথম আরিকেশরী তাঁকে সাহায্য করেন। যদিও পল্লবদের লিপিতে এর বিপরীত দাবীই করা হয়েছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন- চালুক্য ও পল্লব, এই উভয় শক্তিই সামরিক ক্ষমতার দিক থেকে প্রায় সমান ছিল। তাই নির্ণায়ক কোন জয় লাভ সম্ভব হয়ত হয়নি অনেককাল। তাঁদের মধ্যে এই লড়াই আলোড়িত করেছিল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস বহুকাল ধরেই।

প্রথম বিক্রমাদিত্য আনুমানিক ৬৫৫ থেকে ৬৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। পরবর্তী শাসক বিনয়াদিত্য আনুমানিক ৬৮১-৯৬ খ্রিষ্টাব্দ অবধি শাসন করেছিলেন। তাঁর লেখমালায় অনুসারে বলা চলে যে তিনি পল্লব, কলভ্র, কেরল, কচুরি, চোল, মালব, পাণ্ড্য ইত্যাদি শক্তিকে তিনি পরাস্ত করেছিলেন। আনুমানিক ৬৯৬-৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে চালুক্য বংশের পরবর্তী রাজা বিজয়াদিত্য শাসন করেন। এই সময়ে পুনরায় চালুক্য-পল্লৰ সংঘাত এর শুরু হয়েছিল। বিজয়াদিত্য এর সময়ের উলচল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, শাসনকালের ৩৫-৩ম বছরে (আনুমানিক ৭৩০-৩১ খ্রিষ্টাব্দ) যুবরাজ বিক্রমাদিত্য কাঞ্চি জয় করেন ও পল্লবরাজ দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মার থেকে কর আদায় করতেও সমর্থ হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য, পরবর্তী চালুক্যরাজ (৭৩৩-৭৪৪ খ্রিষ্টাব্দ) এই যুদ্ধের ঐতিহ্য চালিয়ে যান। হৈহয় বংশের (কলচুরি) কন্যাকে বিবাহ করেন তিনি। উল্লেখ্য সিন্ধুর আরব-রা দক্ষিণে আক্রমণ চালালে তিনি তাও প্রতিহত করেছিলেন। তিনি সমসাময়িক পল্লব প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দীবর্মণ পল্লবমাল্য-র বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণে কাঞ্চিজয় করেন। এই ঘটনার প্রমাণ হিসেবে কাঞ্চির রাজসিংহ মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপি কথা বলা চলে। একইসঙ্গে তিনি পাণ্ড্য, চোল, কেরল, কলভ্র ও অপরাপর দক্ষিণী শক্তিগুলিকে নিজ প্রভাবাধীনে আনেন। যুবরাজ কীর্ত্তিবর্মা এই অভিযানে পিতাকে সাহায্য করেন ও এই ঘটনালে সাক্ষী করে তিনি দক্ষিণ সমুদ্রতীরে একটি বিজয় স্তম্ভ-ও স্থাপন করেন। বিক্রমাদিত্য জীবদ্দশাতেই যুবরাজ কীর্ত্তিবর্মার নেতৃত্বে পল্লবদের বিরুদ্ধে আরও একটি সফল অভিযান হয়েছিল। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের আমলে তার সামরিক কৌশলের কাছে সমসাময়িক প্রায়সব সামন্তরাজারাই মাথানত করতে বাধ্য হয়েছিল। এরমধ্যে রাষ্ট্রকূট-রাও ছিলেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পাট্টাডকল নামক স্থানে তাঁর পত্নী বিরূপাক্ষের উদ্দেশ্যে লোকেশ্বর মন্দির তিনি স্থাপন করেছিলেন। আনুমানিক ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্মণের শাসনকাল শুরু হয়, যার আমল থেকেই বাদামি/ বাতাপির

চালুক্য-দের পতন শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালের শেষদিকে চালুক্যরাজ্যের পুরোটাই প্রায় দন্তিদুর্গ নামে এক রাষ্ট্রকূট সামন্তরাজার অধীনে চলে যায়। চালুক্য-দের অধীনস্থ বিভিন্ন সামন্তরাজ্য – যেমন কোশল, কলিঙ্গ ও তেলেগু, চোড় এসময়ে রাষ্ট্রকূটদের হস্তগত হয়। আনুমানিক ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরা চালুক্যশক্তির ওপর অন্তিম আঘাত হেনেছিল।

SUGGESTED BOOKS & ARTICLES

Champakalakshmi, R. 1996. Trade Ideology and
Urbanization in South India 300 BC to AD 1300.
Delhi: Oxford University Press.
Sastri K.A.Nilakanta,A History of South India: From Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar , Oxford,1997